দৈনিক ইনকিলাব

5 JUL 1987

তারিখ 05 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

২০শে আষাঢ় ১৩৯৪ বং

05 JUL 1987

নারী জাগরণ ঃ মীরপুর মহিলা মাদ্রাসা

মাওলানা বেগম নূরজাহান আকবর

"তোমাদের মধ্যে যাদের তিনটি মেয়ে হবে এবং সে যত্নের সঙ্গে ধর্ম বিষয় ও ইসলামী আদব-কায়দা শিক্ষা দিবে এবং স্নেহে লালন-পালন করবে সে নিশ্চয়ই বেহেশতে যাবে।" —আল হাদীস।

মহিলাদের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি এখন ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত তিন বছরেরও-কম সময়ে দেশে প্রায় শতাধিক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মহিলাদের মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা এই উপমহাদেশে এক প্রকার ছিলো না। অথচ আমেরিকা ও বৃটেনের মতো অমুসলিম দেশে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এবং সুন্দর, সার্বজনীন ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানরা মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা অতীতে অনেক পিছিয়ে ছিলাম। দেরীতে হলেও অত্যল্প সময়ে ব্যাপক সংখ্যক মহিলা মাদ্রাসা আমাদের দেশে গড়ে উঠা সুখকর, আনন্দদায়ক এবং আশাতীত দৃষ্টান্ত। ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, পাবনা, বগুড়া, খুলনা, রাজশাহী, নাপাইনবাবগঞ্জ, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, লালমনিরহাট, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, কুষ্টিয়া, রংপুর, দিনাজপুর, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে শতাধিক মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। এ জন্যে আমরা আরো আশাবাদী। আল্লাহ-পাকের দরবারে লক্ষ কোটি শোকর গুজার করছি। এটা আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমত ও মেহেরবানী। এতগুলো প্রতিষ্ঠান এত অল্প সময়ে দেশে গড়ে উঠা তাঁরই মেহেরবানী ছাড়া কিছুতেই হতে পারে না।

আল্লাহ-পাক "নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ করেছেন (আল হাদীস)।" কারণ ইসলামের আরকান-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা নর-নারী উভয় সম্প্রদায়ের জন্য ফরজ-ই-আইন। আর এই ইসলামী শিক্ষাই অর্জন করা ফরজ। শিক্ষা উন্নত জীবন ও উন্নত সমাজ গঠনের চাবিকাঠি। শিক্ষা পাশবিক সত্তাকে বিলীন করে এক সুন্দর পরিবেশ রচনা করার মাধ্যম। তাই ইসলামী শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি, সর্বোৎকৃষ্ট সেবাধর্ম, সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা।

"সর্বোৎকৃষ্ট মেয়ে আনছারের (মদীনাবাসী) তাদের লজ্জায় তাদেরকে (ফকিহা বা ইসলামী আইনজ্ঞ) হতে বাধা দেয়নি (আল-হাদীস)।" ফিকাহর অর্থ হলো ইসতেনবাত বা কূপ থেকে পানি উঠানো। ইলমে ফিকাহর অর্থ হচ্ছে, কোরান হাদীছ থেকে ইলম, মাছায়েল আহরণ করা। কূপ থেকে পানি উঠিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ যেরূপ কষ্টকর, জ্ঞান ভাণ্ডারের কূপ থেকে দ্বীনি মাছায়েল শিক্ষা করাও অনুরূপ কষ্টকর। তাই হুজুর পাক (সাঃ) উপরোক্ত হাদীছ শরীফ দ্বারা কষ্টকর। তাই হুজুর পাক (সাঃ) উপরোক্ত হাদীছ শরীফ দ্বারা আনছারের মেয়েরাই যে সর্বোৎকৃষ্ট, যারা ইল্‌মে ফিকাহ শিক্ষালাভ করেছেন, এ কথা বলেছেন। আল্লাহতায়ালা ফরমান যে, পুরুষরা যেমন কর্ম করবে তেমন ফলভোগ করবে এবং যে কেহই উৎকৃষ্ট আমল করবে সে স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ। আল্লাহ-পাক আরো ফরমান যে, ধ্বংস তাদের জন্য যারা ইল্‌মে দ্বীন শিখেনি। অথচ পুরুষরা মেয়েদের যাবতীয় দায়িত্ব নিজ ঘাড়ে বহন করা সত্ত্বেও তার দুনিয়াদারী খবরটা যতটুকু গুরুত্ব সহকারে নিয়ে থাকে দ্বীনি খবর ততটুকু সহকারে নিয়ে থাকে না। অথচ বিয়ের ইজাব কবুলের সময় দ্বীনি শিক্ষা দেয়া ও দ্বীনি পথে চলার ওয়াদা দেয়া হয়। "তারা তোমাদের ভূষণ স্বরূপ এবং তোমরা তাদের (নারীদের) ভূষণস্বরূপ (আল-কোরান)।" অপর দিকে "নারী স্বামী গৃহের পরিচালিকা এবং শাসন পরিচালনার জন্য তাকে আল্লাহতায়ালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে (আল হাদীস)।" একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, কেবলমাত্র স্ত্রীই নয় তিনি যিনিই হোন তার অধীনস্থ (যদি তাবেদারীতে লোক থাকেন যারা কথা মান্য করেন ও কথানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকে) সকলের কাজের জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে পরকালের দরবারে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

এতকিছু সত্ত্বেও পুরুষরা নিজ নিজ দায়িত্বের সাথে সাথে নারীদের দ্বীনি দায়িত্বের সাথে সাথে নারীদের দ্বীনি দায়িত্বের ভার গ্রহণ করেও শুধু নিজেদের আখেরাতের ব্যবস্থায় বহু প্রকারের আমল করে থাকেন, যেমন মাদ্রাসা, মসজিদ, মক্তব, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু শুনতে কটু লাগছে যে, নারীদের ক্ষেত্রে ইহার কিছু মাত্র স্বামী বা পুরুষ কর্তৃক সম্পন্ন করা হয় না। অথচ ইসলাম নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বীনি পথে নারীদের মতো অবলা, অসহায়া, কাঙ্গাল আর কেউই নেই। একদিকে অপরিণামদর্শী মা-বাবা ও যথারীতি দৃষ্টি দেয় না অপরদিকে স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ী তাদের খবর রাখেন না। আবার দায়িত্বপ্রাপ্ত চিন্তাশীল ওলেমাই কেরামরাও তাদের কোন খোঁজ খবর রাখছেন না। "আর মুসলমান পুরুষগণ ও মুসলমান স্ত্রী লোকগণ পরস্পর সহকারী বন্ধু (পরস্পর ধর্মের সম্পূরক ও পরিপূরক) (১) সৎ বিষয়ে শিক্ষা দেয় এবং (২) অসৎ বিষয় হতে নিষেধ করে আর উভয়ই (৩) নামাজ কায়েম করে (৪) জাকাত প্রদান এবং (৫) আল্লাহ-পাক ও তার রাছুলের আদেশ মান্য করে।

এ সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ-পাক নিশ্চয় রহমত বর্ষণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ-পাক সর্বশক্তিমান প্রজ্ঞাময় (আল-কোরান, তওবাঃ ৭১)।"

সুতরাং পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা নারীদের বৈধ অধিকার। "নারীদের যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তেমনি তার অধিকার ও আছে (আল-হাদীছ)"। নারী জাতি কেবল অন্ধভাবে এতটুকই জানে যে, স্বামীর পদতলে স্ত্রীর বেহেশত। দ্বীনি ইলম সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই প্রায় নেই। এক্ষেত্রে তারা নিতান্ত গরীব ও কাঙ্গাল।

"ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ-ই-আইন (আল-হাদীছ)।" "ইল্‌মে ফিকাহ জানা প্রত্যেকের উপর বিশেষ জরুরী (আল-হাদীছ)।" "ইলম শিক্ষা কর এবং অপরকে শিক্ষা দাও (আল-হাদীছ)।" "ইল্‌মে বিলুপ্ত হবার আগেই শিখে নাও (আল-হাদীছ)।" "ধ্বংস তাদের জন্য যারা ইল্‌মে দ্বীন শিখেনি (আল হাদীছ)।" নেজী খান কিতাবে মেয়েদের শরীয়তের দৃষ্টিতে শিক্ষা দেবার বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র বোখারী শরীফের ১ম খণ্ডের কিতাবুল ইলমের মধ্যে আছে মেয়েদের তালিম ও তাবলীগের জন্য পৃথক একটা পরিবেশ রচনা করার কথা পবিত্র হাদীছ সহকারে প্রমাণিত করেছেন যে, নারী সমাজের দ্বীনি শিক্ষার জন্য আলাদা একটা মজলিশ হওয়া উচিৎ। হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ) বলেন, "গ্রামের মেয়েদের একত্র করতঃ দ্বীনি তালিম দেয়া দরকার।" অপরদিকে নারীদের ঘর থেকে বের হবার ব্যাপারে তাদেরকে যথেষ্ট সতর্ক ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে।

"একজন সতী-সাধ্বী স্ত্রী পুরুষের জন্য ধন ভাণ্ডার স্বরূপ (আল-হাদীছ)।" "যদি আপনি একজন পুরুষকে শিক্ষা দেন তবে একজনকেই কেবল শিক্ষা দিলেন আর যদি একজন নারীকে শিক্ষা দেন তবে একটা বংশকে শিক্ষা দিলেন (আরবী প্রবাদ)।" আর "পৃথিবীর নেয়ামতসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট স্ত্রী হতে উৎকৃষ্টতম আর কিছুই নেই (আল-হাদীছ)।" তাই হয়ত বিশ্ববিজয়ী বীর নেপোলিয়ন উৎকৃষ্ট স্ত্রী না পাবার কারণে জীবনের শেষ বিজয় স্তম্ভে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে ঘোষণা করেছিলেন, আমাকে একজন শিক্ষিত, সৎ, উৎকৃষ্ট 'মা' দাও আমি তোমাদের একটা শ্রেষ্ঠ জাতি উপহার দেব। সুতরাং "জ্ঞান হচ্ছে ঈমানদারের হারানো মানিক। যেখানেই পাবে তুলে নেবে (আল হাদীছ)।" নর-নারীর জন্য সেহেতু সর্বাগ্রে ইসলামী বা ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ। কেবল পুরুষদের জন্যে নয়, মহিলাদের জন্যেও "মহিলা মাদ্রাসা" কায়েম করা সকলের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য—আলেম সম্প্রদায়ের এটা বাধ্যতামূলক হিসেবে গ্রহণ করা উচিৎ।

এ ব্যাপারে আমি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ওলেমা-মাশায়েখ, ইসলামী বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবকদের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ, সাক্ষাৎ ও মত বিনিময় করেছি। তার মধ্যে দেশের স্বনামধন্য ও পরখ্যাত কয়েকজন চিন্তাবিদ আমাদের দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে আধুনিক সিলেবাসসম্মত ও গবেষণামূলক "মহিলা আবাসিক মাদ্রাসা" প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যাবতীয় পদক্ষেপ অচিরেই হাতে নেবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেছেন। আমরা নারী জাতির পক্ষ থেকে একে খোশ আমদেদ জানাচ্ছি। কারণ নারী জাতির পক্ষে যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে পারিধটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং চলাফেরার উপরও যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তবও আল্লাহতায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে ঢাকা মহানগরীর সবচাইতে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা মীরপুরে পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে একটি "আবাসিক মহিলা মাদ্রাসা" স্থাপন করা হয়েছে। যাবতীয় কার্যাবলী অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। ধর্মানুরাগী স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। এব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যেই আশানুরূপ সহযোগিতা পেয়েছি। এতে বিত্তবান ব্যক্তিদের মেয়েদের আরবী শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদেশে বসবাসরত মুসলমান ভাইদের মেয়েরা এক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা পাবেন। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা, এদেশের বিত্তশালী ব্যক্তিরা তাদের মেয়েদের মহিলা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতা করলে আরো বহু মহিলা মাদ্রসা এদেশে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। তাই "মীরপুর মহিলা মাদ্রাসা" প্রতিষ্ঠা মূলতঃ "মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলনেরই" একটি রূপরেখা মাত্র। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশে "মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন" ত্বরান্বিত হবার ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী। আল্লাহতায়ালা একে কবুল করে নিন। আমীন।